দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19 FEB 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১

দূরবর্তী কলেজের সমস্যা

বান্দরবান পার্বত্য জেলার সরকারী কলেজকে এখন বহুমুখী সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। শিক্ষক নেই, ক্লাসরুম নেই, ল্যাবরেটরী নেই। বিজ্ঞানের ছাত্ররা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করার সুযোগ পায় না, যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান দর্শন বা ইতিহাস পড়তে আগ্রহী, তারা শিক্ষক পায় না। শিক্ষকের জন্য কলেজে ৪৪টি পদ থাকা সত্ত্বেও মাত্র ১৫ জন শিক্ষক আছেন। কলেজ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যারা জড়িত, তারা যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি।

এই বিষয়টা গুরুত্বসহকারে বিবেচনার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। এ সমস্যা শুধু যে বান্দরবান সরকারী কলেজের, এ কথা বলা যাবে না। নগর, বড় শহর বা রাজধানী থেকে দূরবর্তী প্রায় সব কলেজ ও স্কুলকেই এই সমস্যায় ভুগতে হয়। এইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত ও প্রশাসনিক দূর্বলতা আছেই। ক্লাসঘর, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী এসব না থাকলে লেখাপড়া চালানো কঠিন সন্দেহ নেই। তবে শিক্ষকের অভাব সবচেয়ে বড় সমস্যা বোধহয়। এইসব এলাকায় কলেজে শিক্ষকরা থাকিতে চান না। বেসরকারী কলেজে বেতন-ভাতা ইত্যাদির অনিশ্চয়তার জন্য অনেক সময় শিক্ষকরা কাজ করতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু সরকারী কলেজে এইসব ব্যাপারে তুলনামূলক নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও অবস্থার যে খুব পার্থক্য ঘটে তা নয়। এর কারণ অবশ্যই আছে।

রাজধানী বা বড় নগর ও শহর থেকে খুব দূরবর্তী এলাকায় শিক্ষক বা ডাক্তার কেউ যেয়ে থাকতে চায় না। তার মূল কারণ ওইসব এলাকার দৈনিক জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অনগ্রসরতা। স্কুল-কলেজেরই যে শুধু অসুবিধা সেখানে, তা নয়। হাসপাতাল, ভাল চিকিৎসা,আদালত সবই ওখানে নাগালের বাইরে চলে যায়। হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার ব্যবস্থা যে হাতের নাগালে পাওয়া যাবে সে তো নয়ই, দ্রুত যে শহরে পৌছানো যাবে, তাও নয়। রুগী নিয়ে দ্রুত শহরের হাসপাতালে পৌছাবার যোগ্য রাস্তাঘাট পরিবহণ কিছুই নেই। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপরও ভরসা রাখা যায় না সব সময়। কিছু অঘটন ঘটে গেলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা যে দ্রুত হবে, এমন আশা করা যায় না।

আসলে এই সমস্যাগুলি মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। শিক্ষকরা বা অন্য কেউ যখন ওই রকম দূরবর্তী ও সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় থাকতে না চান তখন তাদের মনোভাব আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু অন্যদিকে, একথাও মনে রাখা দরকার যে এদেশেরই বিপুল সংখ্যক মানুষ ওইসব অনগ্রসর এলাকায় বসবাস করছেন। তারা ফসল ফলান, ট্যাক্স দেন, উন্নয়নমূলক কর্মাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। দূরবর্তী এলাকার বাশিন্দাদের উন্নতি সরকার ও সমাজের দায়িত্ব। সবাই রাজধানীতে ভিড় করে থাকলে দেশ চলবে না। সবাই জীবনে নিশ্চয়তা চায়, নিরাপত্তা চায়। উন্নয়নের অখণ্ড প্রক্রিয়ায় এই বিষয়গুলি জরুরী। যোগাযোগ ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, এ সবের ওপরও শিক্ষাবিস্তার নির্ভর করে। শিক্ষার জন্য ক্লাসঘর, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী এসবের প্রয়োজন তো আছেই। জীবন-যাত্রার জন্য উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার ও দরকার আছে।

বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দূরবর্তী এলাকার শিক্ষা-সমস্যাসহ সকল সমস্যা সমাধানের কথা ভেবে দেখতে হবে। সবাই যদি শহরেই থাকতে চান, তাহলে আটষট্টি হাজার গ্রামের কি দশা হবে? আসলে ভারসাম্যহীন উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফলেই এসব সমস্যা দেখা দিয়েছে।